ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 44 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২০০ ● কলকাতা ● ০৭ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ২৪ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব ৭

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মজাগৃতির জন্য সমর্পণ ধ্যান খুবই উপযুক্ত। পৃথিবীর অনেক দেশে এই ধ্যান পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই ধ্যানের পদ্ধতি ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গের উপরে উঠে পৃথিবীর অনেক দেশে অবলম্বন করা হচ্ছে। ধ্যানের এই পদ্ধতি অবলম্বনকারী ব্যক্তি চিত্ত থেকে বিশেষ স্তরে পৌঁছে যায়। পৃথিবীর সব অংশে সমর্পণ ধ্যান নিজের অস্তিত্বের বিশেষ পরিচয় বানিয়েছে (বিশেষ ছাপ রেখেছে) এবং ধ্যান করছে এমন সাধকদের শারীরিক, মানসিক, পার্থিব, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক স্তরে তার সুফল মিলেছে। সদ্গুরুদের কৃপাতে তাদের শুভাশীর্বাদ আর চৈতন্য লাভ হয়েছে।

সী. ওয়াই. রামাণী

তৃণমূলে আবার ভাঙ্গন ২৬ শে ভোটের আগে নতুন দল গড়তে চলেছে হুমায়ুন কবির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার নতুন দল গড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) বিধায়ক হুমায়ুন কবির। ইন্ডিয়া টুডে-কে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক জানিয়েছেন যে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি তাঁর নতুন দলের পথ চলা শুরু হবে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ৫০টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র এক বছর বাকি রয়েছে। তাই হুমায়ুনের এই পদক্ষেপ নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। মজার বিষয় হল, কবির বলেছেন যে তাঁর অভিযোগ কেবল জেলা নেতৃত্বের প্রতিই। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর কোনও বিদ্বেষ নেই।

গত কয়েক মাস ধরেই দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছিল শাসকদলের এই বিধায়কের। মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছেন তিনি। যার ফলে পূর্বে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল। দলীয় হাইকমান্ড তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশও দিয়েছিল।

এরপর ৩ পাতায়

শীঘ্রই উপ রাষ্ট্রপতির বাসভবন খালি করে দিতে চলেছেন ধনকড় ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উপ রাষ্ট্রপতির জন্য বরাদ্দ বাসভবন শীঘ্রই খালি করে দিতে চলেছেন জগদীপ ধনকড়। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে সূত্রের খবর, যেদিন ইস্তফা দেন সেই রাতেই গোছানোর কাজ শুরু করে দেন প্রাক্তন উপ রাষ্ট্রপতি। যদিও সরকারিভাবে গতকাল তাঁর ইস্তফা গৃহীত হয়। ওই সূত্রেই খবর, জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছিলেন বিরোধী দলের একাধিক নেতা।বিকেল সাড়ে চারটেয় ফের বৈঠক ডাকেন ধনকড়। সূত্রের দাবি রিজিজু এবং নাড্ডাকে না জানিয়েই একই দিনে দ্বিতীয়বার বিজনেজ অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক ডাকার ধনকড়ের সিদ্ধান্তকেও ভালভাবে নেয়নি সরকার। নির্ধারিত সময়ে জগদীপ ধনকড়-সহ বাকিরা উপস্থিত হলেও, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু কিংবা জে পি নাড্ডা কেউই আসেননি।কিন্তু, সেই অনুরোধ গ্রহণ করতে পারেননি তিনি। গতকাল দেখা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন সঞ্জয় রাউত ও শরদ পাওয়ার। কিন্তু, তাঁরাও কোনও সময় পাননি বলে খবর।

বছর ৭৪-এর ধনকড় ২০২২ সালের অগাস্ট মাসে উপ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০২৭ সাল পর্যন্ত তাঁর কার্যকাল ছিল। গত বছর এপ্রিল মাসে পার্লামেন্ট হাউস কমপ্লেক্সের কাছে চার্চ রোডে নবনির্মিত ভাইস প্রেসিডেন্ট এনক্লেভে গিয়ে ওঠেন। এই ভিপি এনক্লেভে উপ রাষ্ট্রপতির বাসভবন ও অফিস। সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রোজেক্টে এটি তৈরি করা হয়। প্রায় ১৫ মাস সেখানে বসবাস করার পর, এবার এই বাসভবন ফাঁকা করে দিতে হবে প্রাক্তন উপ রাষ্ট্রপতিকে।

২০২৭ সালে উপ রাষ্ট্রপতি হিসাবে মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল জগদীপ ধনকড়ের। কিন্তু, দু'বছর আগে আচমকাই ইস্তফা দিলেন তিনি। তাও আবার সারাদিন রাজ্যসভা পরিচালনা করার পর, হঠাৎই রাতে ঘোষণা করলেন স্বাস্থ্যের কারণে তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু হঠাৎ করে এমনটা কীভাবে সম্ভব! রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন, মোদি সরকারের সঙ্গে সংঘাত চরমে ওঠাতেই কি উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে আচমকা পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন জগদীপ ধনকড় ? সূত্রের দাবি, দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি যশবন্ত ভার্মা, যাঁর বাড়ি থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার হয়েছিল, তাঁর ইমপিচমেন্ট ঘিরে ধনকড়ের ভূমিকায় সন্তুষ্ট ছিল না সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব। দিল্লির রাজনৈতিক অলিন্দে জল্পনা, বিচারপতি ভার্মার ইমপিচমেন্টের বিষয়টিকে রাজনৈতিক ভাবে 'ব্যবহার' করতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু তাতে কার্যত জল ঢেলে দেন ধনকড়।

সোমবার বিচারপতির অপসারণের দাবিতে রাজ্যসভায় বিরোধীদের তরফে একটি প্রস্তাব জমা পড়ে। চেয়ারম্যান হিসাবে ধনকড় তা গ্রহণ করে উচ্চকক্ষের সেক্রেটারি জেনারেলকে পাঠান। সূত্রের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই রাজ্যসভায় বিরোধীদের নোটিস গ্রহণ করে নেন জগদীপ ধনকড়। যা ভালভাবে নেয়নি সরকার। এরপর সোমবারই বেলা দেড়টা নাগাদ, রাজ্যসভার বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠক ছিল। সেখানে সভাপতিত্ব করেন জগদীপ ধনকড়। বিরোধীদের পাশাপাশি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু এবং রাজ্যসভার নেতা ও বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা। কিন্তু ১০ মিনিটেই বৈঠক শেষ হয়ে যায়।

বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষদের জমি দান!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যখন বাংলা বললেই বাংলাদেশি তকমা দিয়ে শুরু হয়েছে অত্যাচার, ঠিক তখন 'ভোলবদল' যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশের। বাংলাদেশ থেকে আসা বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিকে জমির মালিকানা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।অর্থাৎ, সেই ছয় ও সাতের দশকে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়েছেন এবং উত্তরপ্রদেশে বহু বছর ধরে বসবাস করছেন, এবার তাঁদের জমিবাড়ির অধিকার দেওয়া হবে। তাঁরা পাবেন জমিবাড়ির দলিল ও পাট্টা। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সিএএ-রও পার্থক্য আছে। কারণ, উত্তরপ্রদেশ সরকার কোনও নির্দিষ্ট সময়কালের কথা বলেনি। কিন্তু সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী ২০১৪ সালের আগে যারা এসেছে, তারাই আবেদন করলে বৈধ নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। তার পরে যারা এসেছে, তারা নয়। যদিও আধিকারিকদের একাংশেরই দাবি, কারা ১৯৭৫ সালের পরে উত্তরপ্রদেশের মূলত ওই চার জেলার বাসিন্দা হয়েছেন, তা খুঁজে পাওয়া খড়ের গাদায় সূঁচ খোজার মতো কঠিন হবে। সেই সঙ্গে ১৯৫০ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা উত্তরপ্রদেশে বসতি গড়েছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে আশঙ্কা। ১৯৭৫ সালের পর থেকে যারা উত্তরপ্রদেশের বাঙালি বাসিন্দা হয়েছেন, তাঁদের ছেঁটে ফেলার কাজ সহজ হবে যোগী প্রশাসনের পক্ষে। এমনিতেই বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলিতে অঘোষিত 'বাঙালি খেদাও অভিযান' শুরু হয়েছে। এনিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রবল রোষ তৈরি হয়েছে জনমনেও। আর ঠিক

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

তৃণমূলে আবার ভাঙ্গন ২৬ শে ভোটের আগে নতুন দল গড়তে চলেছে হুমায়ুন কবির

ভরতপুর বিধানসভা কেন্দ্র সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। নিজের এলাকায় বেশ শক্ত খুঁটি রয়েছে হুমায়ুনের। তাই তাঁর সম্ভাব্য দলত্যাগ তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য যথেষ্ট হুমকি। বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে সংখ্যালঘু ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি সংখ্যালঘু ভোট হুমযুনের দিকে ঝোঁকে, তাহলে তা গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ফলাফলে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ হুমায়ুন স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তাঁর নতুন দল কেবল মুর্শিদাবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিধায়ক বলেন, আমার নতুন দল কেবল মুর্শিদাবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও নদিয়ার কিছু অংশে ৫০-৫২টি আসনে প্রার্থী দেবে।'

(২ পাতার পর)

বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষদের জমি দান!

এই আবহে উত্তরপ্রদেশের এই উল্টো পথে হাঁটার পিছনে আসলে কি অন্য কৌশল আছে, সেটাই এখন দেখার।শুধু তাই নয়, তাঁরা যাতে সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারেন তেমন জীবনই উপহার দেওয়া হবে।

সোমবার উত্তরপ্রদেশে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকের পরই ঘোষণা করা হয়েছে, একসময়ের পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের আর অনুপ্রবেশকারী কিংবা অনাগরিক তকমা দেবে না যোগী সরকার। এবার তাঁদের জমিবাড়ির অধিকার দেওয়া হবে। তাঁরা পাবেন দলিল, পাট্টা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, "বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালিদের সম্মানের জীবন উপহার দেওয়া হবে। এতদিন এই কাজটি করা যায়নি। এবার সেই ভুল সংশোধন করা হবে।" এই ভোলবদল ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। বাংলায় প্রতিবাদের আগুন তীব্র হতেই যোগী আদিত্যনাথের এই নয়া সিদ্ধান্ত কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

১৯৬০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের রামপুর, বিজনৌর, লখিমপুর খেড়ি, পিলভিটে। হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত পরিবারকে এই জেলায় পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে তাদের ট্রানজিট ক্যাম্পে রাখার পর কৃষি জমি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১০ হাজারের বেশি পরিবার এখনও জমির আইনি মালিকানা পায়নি। একইভাবে আবার পশ্চিমবঙ্গের বহু বাসিন্দা কর্মসূত্রে বহুকাল ধরে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করে। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কই নেই। কিন্তু উভয় পক্ষকেই বিভিন্ন সময় একই সুরে হেনস্তা করা হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুসারে, অনেক গ্রামে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলি বছরের পর বছর ধরে জমি চাষ করে আসছে , এমনকি স্থায়ী বাড়িও তৈরি করেছে, কিন্ত তাদের নাম সরকারি ভূমি রেকর্ডে নেই। আর এনিয়েই মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে রেকর্ডগুলি অবিলম্বে আপডেট করা হোক। যোগী আদিত্যনাথ বলেন, "এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবতা এবং জাতীয় দায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত।" যদি তাদের বসতি তৈরি করার জন্য প্রাথমিকভাবে জমি না থাকে, তিনি ওই পরিবারগুলির জন্য বিকল্প প্লটের ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দেন।

ভিইসিসি কলকাতা আয়োজিত উনবিংশতিতম রাজা রামান্না স্মারক বক্তৃতা দেবেন নাসার এক বিজ্ঞানী

মুম্বাই, ২৩ জুলাই, ২০২৫

কেন্দ্রীয় সরকারের পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ভ্যারিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রোন সেন্টার (ভিইসিসি) কলকাতার বিধাননগরে ভিইসিসি-এসআইএনপি ক্যাম্পাসে মেঘনাদ সাহা প্রেক্ষাগৃহে আগামী ২৯ জুলাই ১৯-তম রাজা রামান্না স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছে। ভারতের বিখ্যাত পারমাণবিক গবেষক, দেশের প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষার অন্যতম পরিকল্পনাকারী ডঃ রাজা রামান্না-র স্মরণে ২০০৫ সাল থেকে এই বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। ভিইসিসি, এর মধ্য দিয়ে ডঃ রামান্নার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে।

এ বছরের বক্তৃতার বিষয় : "মহাকাশে অনুসন্ধান এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের স্থান"। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালটেকে নাসার জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরির বিশিষ্ট গবেষক ও বিজ্ঞানী অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় এই স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন। মহাকাশে বিভিন্ন

এরপর ৬ পাতায়

ডিডি ফ্রি ডিশের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় আরও বেশি চ্যানেলের সম্প্রচার

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই, ২০২৫

প্রসার ভারতীর ফ্রি টু-এয়ার ডাইরেক্ট টু হোম (ডিটিএইচ) অর্থাৎ বিনামূল্যে ডিশ অ্যান্টেনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যম হল ডিডি ফ্রি ডিশ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, সীমান্তবর্তী অঞ্চল সহ দুর্গম স্থানেও এর পরিষেবা পাওয়া যায়। দূরদর্শনের বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক চ্যানেলে সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প এবং জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। এগুলি সবই ডিডি ফ্রি ডিশ-এ পাওয়া যায়।

এই ব্যবস্থা গত কয়েক বছর ধরে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। ২০১৮ সালে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ বাড়িতে ডিডি ফ্রি ডিশ-এর পরিষেবা পাওয়া যেত। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪ কোটি ৯০ লক্ষে পৌঁছেছে। এই ডিশ টিভি-র মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সম্প্রচারিত চ্যানেলগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। এর জন্য বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে নিলামের মাধ্যমে বিভিন্ন স্লট নির্ধারণ করা হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলি যাতে এই পরিষেবা ব্যবহার করতে পারে তার জন্য বেশ কিছু নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। এছাড়াও তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষার জন্য কিছু স্লট আগে থেকেই নির্ধারণ করা ছিল। টিভি নাইন তেলুগু, আস্থা কন্নড় এবং আস্থা তেলুগুর মতো ৩টি বেসরকারি চ্যানেলের অনুষ্ঠান ডিডি ফ্রি ডিশের মাধ্যমে বর্তমানে দর্শকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

ডিডি ফ্রি ডিশে দূরদর্শনের নিজস্ব চ্যানেল ডিডি তামিল, ডিডি সপ্তগিরি, ডিডি চন্দনা, ডিডি ইয়াদাগিরি এবং ডিডি মালয়ালমের অনুষ্ঠানও দেখা যায়। এছাড়াও ২৭টি শিক্ষামূলক চ্যানেলের বিভিন্ন দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার অনুষ্ঠান দর্শকরা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উপভোগ করতে পারেন।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগান।

সম্পাদকীয়

মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধে কঠোর ব্যবস্থা

এই প্রথম মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের শাস্তি ন্যায় সংহিতার একটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩-এ মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধে যারা লিপ্ত হবেন তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। ১৮ বছরের কম বয়সী কোনো মহিলাকে গণধর্ষণ করা হলে, অপরাধীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। বিবাহ, কর্মসংস্থান, পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে অথবা পরিচয় গোপন করে কারোর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নতুন ফৌজদারী আইনে মহিলাদের রক্ষা করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে জানার জন্য পরিশিষ্ট দেখুন।

মানব পাচারের মতো অপরাধের মোকাবিলা করার জন্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩-এর ১৪৩ নম্বর ধারায় মানব পাচারে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মতো কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। যদি কোনো শিশুকে পাচার করা হয়, তাহলে অপরাধীর কমপক্ষে ১০ বছর কারাদণ্ড হবে। এর সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং জরিমানাও হতে পারে। মানব পাচারের মাধ্যমে যদি কাউকে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সেটিও অপরাধযোগ্য। পাচার করা শিশু যৌন হয়রানির শিকার হলে ন্যায় সংহিতার ১৪৪-এর ১ ধারা অনুসারে দোষী ব্যক্তির সর্বনিম্ন ৫ বছর থেকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

পরিশিষ্ট

মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য আইনী সংস্থান –

১২ বছর থেকে ১৬ বছর বয়সী কোনো কিশোরী গণধর্ষণের শিকার হলে আগে অপরাধীদের জন্য আলাদা আলাদা শাস্তির বিধান ছিল। ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় নাবালিকারা গণধর্ষণের শিকার হলে অপরাধীর শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে।

যে ব্যক্তি অপরাধের শিকার হয়েছেন, তাকে আরও সুরক্ষা দেওয়ার সংস্থান নতুন আইনে করা হয়েছে। ধর্ষণের মতো অপরাধের তদন্তের স্বচ্ছতা আনার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মহিলার বয়ান পুলিশ অডিও-ভিডিও-র মাধ্যমে রেকর্ড করতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরাধের শিকার মহিলাদের বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে সেই কাজ করাতে হবে। তবে, মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট না থাকলে বয়ান রেকর্ড করার সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলার যাতে কোনো সমস্যা না হয় তা নিশ্চিত করতে একজন মহিলার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

ধর্ষণের শিকার মহিলার মেডিকেল রিপোর্ট তদন্তকারী অফিসারের কাছে ডাক্তারকে ৭ দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ১৫ বছরের কম অথবা ৬০ বছরের (আগে এই বয়সসীমা ছিল ৬৫) বেশি বয়সের কোনো পুরুষ এবং কোনো মহিলা, মানসিক প্রতিবন্ধী, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি অথবা জটিল অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তির বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য তিনি যেখানে থাকেন, সেখানে যেতে হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি থানায় গিয়ে বয়ান রেকর্ড করতে চান তাহলে তিনি সেখানে যেতে পারেন।

নতুন আইনে কোনো মহিলা বা শিশু অপরাধের শিকার হলে তার প্রাথমিক চিকিৎসা সহ অন্যান্য চিকিৎসা যে কোনো হাসপাতালে বিনামূল্যে করা যাবে।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বারোতম পর্ব)

ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ।
নবমী শুক্লপক্ষস্য কৃষ্ণস্যৈকাদশী পরা।।
দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞবিনাশিণী।
রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণাধ্বংসকারিণী।।
চন্ডমুন্ডবধে দেবী রক্তবীজবিনাশিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথনী মধুকৈটভঘাতিনী।।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।
আদ্যাস্তবমিমং পূণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ।।
সর্ব্বজ্বর ভয়ং ন স্যাৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
কোটিতীর্থফলং তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ।।
জয়া মে চাগ্রতঃ পাতুবিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
নারায়ণী শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গে সিংহবাহিনী।।
শিবদূতী উগ্রচন্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী।
বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিণী শিবা।।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আমরা আমাদের ধর্ম নিয়ে গর্ব করি

সুদীপ চন্দ্র হালদার
সাহিত্যিক ও গবেষক

(তৃতীয় পর্ব)

কেউ নিরাকার পদ্ধতিতে উপাসনা করবেন; আবার, কেউ সাকার পদ্ধতির বিভিন্ন আঙ্গিক যেমন-শাক্ত মতে, কেউ শৈব মতে, কেউ বৈষ্ণবীয় মতে ইত্যাদি রকম পদ্ধতিতে উপাসনা করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, যিনি আপনার অনুসরনীয় মতানুসারে উপাসনা করছেন না, তিনি আপনার শত্রু নয়, তিনিও আপনার ভাই, আপনার বোন, আপনার আত্মীয়, সর্বোপরি হিন্দু। তার অধিকার আপনারই অধিকার, আর ক্ষতি আপনারই ক্ষতি; তার মর্যাদাও একজন হিন্দুর মর্যাদা, তার অমর্যাদাও একজন হিন্দুর অমর্যাদা। তিনি হিন্দু, আর আপনিও হিন্দু। আমাদের সমাজে অন্যতম একটি ব্যাধি জাতিভেদ/ বর্ণসংক্রান্ত বিষয় সমূহ। কেউ কেউ এটাকে মানেন কিংবা, কেউ কেউ এটাকে মানেন না। দুই পক্ষের কাছেই তর্ক বিতর্ক করার জন্য বেশ কিছু বিষয় রয়েছে। এখন, এই

ক্রমশঃ

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এর পরেই কালী কাল্টের নথিবদ্ধ প্রাবল্যের সূচনা ঘটে, এমন মনে করেছেন শাক্তধর্মের ইতিহাসবিদ জে-ইউন শিন, এই প্রসঙ্গে দশম শতকের মহাকালসংহিতা নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেন তিনি যেখানে কালী-কেন্দ্রিকতার ঘোষণা পরিলক্ষিত (৯৫)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ধনখড়ের পদত্যাগ নিয়ে বিস্ফোরক দাবি তৃণমূল সাংসদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

এবার উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকে জগদীপ ধনখড়ের আচমকা পদত্যাগ নিয়ে বিস্ফোরক দাবি তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর দাবি, রীতিমতো হুমকির মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন জগদীপ ধনখড়। তাঁকে বলা হয়েছিল রাত ৯টার মধ্যে ইস্তফা না দিলে পরের দিন ইমপিচমেন্ট মোশন আনা হবে। কিছু কাজ উনি সংবিধান মেনে করতেন, সেটা মোদীর পছন্দ ছিল না। এবার শুনছি রাজনাথ সিংকে হঠানোর জন্য তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি করা হবে। একাধিক পুরুষের সাথে সম্পর্ক। সেই কারণেই স্ত্রীকে খুন, ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তি স্বামী বিশ্বজিৎ মন্ডলের। পুলিশ সূত্রে খবর, পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত বিশ্বজিৎ মন্ডল জানিয়েছে, অন্য পুরুষের সাথে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি স্ত্রী ইতিকার মোবাইলে দেখতে পায়। এরপরে তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে একাধিকবার ঝামেলা হয়। সূত্রের খবর, সোমবার দুপুরের নিউটাউনে গেস্ট হাউসে ওঠার পর এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা উঠলে স্ত্রী জানায় তার প্রচুর টাকার প্রয়োজন। মাসে মাসে তাকে ১০ হাজার করে টাকা দিতে হবে। নাহলে তার যা ইচ্ছে তাই করবে। এরপরই বেল্ট গলায় জড়িয়ে স্ত্রীকে ফাঁস দিয়ে মেরে দেয় বিশ্বজিৎ। তারপর ১০০ নম্বরে ডায়াল করে নিজেই খুনের কথা ফোন করে জানায় বিশ্বজিৎ।

অনুব্রত মণ্ডলের গড় বীরভূমে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

অনুব্রত মণ্ডলের গড় বীরভূমে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই কথা ঘোষণা করেছেন, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে অনুব্রতর বিরোধী হিসেবেই পরিচিত কাজল শেখ। যদিও অনুব্রত বা কাজল কেউ প্রকাশ্যে নিজেদের একে অপরের বিরোধী বলেন না। যাইহোক এবার কাজল শেখই জানিয়েছেন মমতার বীরভূমের কর্মসূচি। বীরভূমের জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ জানিয়েছেন ইলামবাজারের ব্রিজ-সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করার জন্যই বীরভূম যাবেন মমতা।একই সঙ্গে ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ওপর হওয়া অত্যাচারের অভিযোগ তুলে তিনি একটি মিছিলও করবেন। অনুব্রত জেল থেকে ফেরার পরেও সেই কোর কমিটিকেই দল চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই বীরভূম সফর নিয়ে কোর কমিটির এখনও পর্যন্ত কোনও বৈঠক হয়নি। কাজল শেখ জানিয়েছেন, ইলামবাজার থেকে পশ্চিম বর্ধমান যাওয়ার ব্রিজের শিলান্যাশ করার কথা রয়েছে মমতার। শেখের অনুগামীদের কথায় বর্তমানে কিছুটা দূরত্ব বেড়েছে মমতা - অনুব্রত।এই পরিস্থিতিতেই মমতার বীরভূম সফর।

৩১,০০০ টনের-ও বেশি ইস্পাত সরবরাহ করে জোজিলা সুরঙ্গ নির্মাণে সহায়তা করে দেশ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় সেইল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত প্রস্তুতকারক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (সেইল) দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ নির্মাণ প্রকল্প জোজিলা সুরঙ্গের একক বৃহত্তম ইস্পাত সরবরাহকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নির্মাণাধীন এই প্রকল্পটি ভারত এবং এশিয়ার দীর্ঘতম দ্বিমুখী সুরঙ্গ হতে চলেছে।

এই কৌশলগত পরিকাঠামো প্রকল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে সেইল ইতিমধ্যেই ৩১,০০০ টনের বেশি ইস্পাত— টি-এম-টি রি-বার, স্ট্রাকচারাল, ও প্লেট— সরবরাহ করেছে। ২০২৭ সালে এই সুরঙ্গের নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে ইস্পাত সরবরাহ করে চলেছে এই সংস্থা। এই অবদান সেউল-এর দীর্ঘস্থায়ী জাতি গঠনের ঐতিহ্যকে পুনর্ব্যক্ত করে।

জোজিলা সুরঙ্গের মতো বিরাটাকার প্রকল্পগুলির সেইল-এর ইস্পাতের উপরই নির্ভরতা সংস্থার মানের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং ভারতের ভবিষ্যৎ নির্মাণে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে প্রমাণ করে।

১১,৫৭৮ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই সুরঙ্গ দুর্গম হিমালয় অঞ্চলে নির্মিত হচ্ছে। প্রায় ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সুরঙ্গ শ্রীনগর থেকে লে-র মধ্যে দ্রাস ও কার্গিল দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ব-ঋতু সহনকারী সংযোগ-ব্যবস্থা স্থাপন করবে। এটি ভারতের জাতীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ— বিশেষত শ্রীনগর-

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সস্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ব্রিটেন ও মালদ্বীপ সফরের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য

নতুন দিল্লি, ২৩ জুলাই, ২০২৫

আমি ২৩ থেকে ২৬ জুলাই ব্রিটেন ও মালদ্বীপ সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি।

ভারত ও ব্রিটেন একটি সর্বাঙ্গীন কৌশলগত অংশীদারিত্ব বজায় রেখে চলে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই সম্পর্ক তাৎপর্যপূর্ণভাবে শক্তিশালী হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, গবেষণা, সুস্থায়ী উন্নয়ন, স্বাস্থ্য এবং দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা প্রসারিত হয়েছে। সফরকালে আমি প্রধানমন্ত্রী স্যার কেয়ার স্টারমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। আমরা আমাদের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে আরও প্রসারিত করার সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগাবো। এর মূল উদ্দেশ্য উভয় দেশের সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিশ্চিত করা। সফরকালে মাননীয় রাজা তৃতীয় চার্লস-এর সঙ্গেও আমি সাক্ষাৎ করবো।

এর পর আমি মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ডঃ মোহাম্মদ মুইজ্জুর আমন্ত্রণে সেদেশ সফর করবো। মালদ্বীপের স্বাধীনতার ৬০ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেবো। এবছর আমাদের এই দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৬০ তম বার্ষিকী। আমি রাষ্ট্রপতি মুইজ্জু সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবো। একটি সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমাদের যৌথ উদ্যোগকে প্রসারিত করার পাশাপাশি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতাকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

এই সফর যে ফলপ্রসূ হবে, যার ফলে আমাদের জনসাধারণ উপকৃত হবেন এবং প্রতিবেশী প্রথম নীতি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

(৩ পাতার পর)

ভিইসিসি কলকাতা আয়োজিত উনবিংশতিতম রাজা রামান্না স্মারক বক্তৃতা দেবেন নাসার এক বিজ্ঞানী

সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মাইক্রোওয়েভ, টেরাহার্জ প্রযুক্তি সহ বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণার কাজে তাঁকে পথিকৃত বলে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই স্মারক বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য মহাকাশে নানা ধরণের অনুসন্ধান কীভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আরও গবেষণা এবং পৃথিবীর সঙ্গে মহাকাশের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় বর্তমান যুগে বিভিন্ন মহাকাশ অভিযানে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে যে উদ্ভাবনগুলি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়াও পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কি না সেই বিষয়টিও বক্তৃতায় স্থান পাবে।

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় ফ্লিটের চারটি জাহাজের সিঙ্গাপুর সফর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় ফ্লিটের চারটি জাহাজ দিল্লি, শক্তি, সাতপুরা এবং কিলতান সিঙ্গাপুর সফর শেষ করেছে। ১৬ থেকে ১৯ জুলাই, রিয়ার অ্যাডমিরাল সুশীল মেননের নেতৃত্বে এই চারটি জাহাজ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পরিচালনগত নজরদারির অঙ্গ হিসেবে ওই অঞ্চলে অবস্থান করে।

সফরকালে রিয়ার অ্যাডমিরাল মেনন সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার এবং সিঙ্গাপুর নৌ-বাহিনীর ফ্লিট কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুই দেশের নৌ-বাহিনীর মধ্যে এবং সামুদ্রিক যাত্রা পথে সহযোগিতাকে প্রসারিত করার বিষয়ে মত বিনিময় করেছেন।

পূর্বাঞ্চলীয় ফ্লিটের জাহাজগুলির কম্যান্ডিং অফিসাররা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যেসব ভারতীয় সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে ক্রাঞ্জি যুদ্ধ স্মারকে পুষ্পস্তবক নিবেদন করেন। দুই নৌ-বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আইএনএস শক্তি-তে একটি ভোজসভারও আয়োজন করা হয়। এই অঞ্চলে সকলের জন্য নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ ফর অল ইন দ্য রিজিয়ন বা 'সাগর' নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নৌ-বাহিনীর এই অভিযান।

(৫ পাতার পর)

৩১,০০০ টনের-ও বেশি ইস্পাত সরবরাহ করে জোজিলা সুরঙ্গ নির্মাণে সহায়তা করে দেশ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় সেইল

কার্গিল-লে জাতীয় মহাসড়ক— যা এই অঞ্চলে সাধারণ নাগরিক ও সেনাবাহিনীর উল্লেখযোগ্য উপকার করবে।

এই প্রকল্পটি শুধু একটি কৌশলগত পরিকাঠামো সম্পদ নয়, বরং এই অঞ্চলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও বটে। সেল-এর জোজিলা টানেল প্রকল্পে অবদান ভারতের আরও কিছু বিখ্যাত পরিকাঠামো প্রকল্পে তাদের ভূমিকার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে— যার মধ্যে রয়েছে চেনাব রেল সেতু, অটল সুরঙ্গ, বান্দ্রা-ওরলি সি-লিংক এবং ঢোলা-সদিয়া ও বগিবিল সেতু।

সিনেমার খবর

আমিরের গভীরতা আর সালমানের সহজাত অভিনয়— দুটোই সঠিক: পরেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা পরেশ রাওয়াল বললেন, আমির খান ও সালমান খান—দুজনেই সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচে কাজ করলেও তাদের পথ দুটোই সাফল্যের দিকে যায়।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আমির ও সালমানের কাজের ধরন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পরেশ বলেন, “শুটিং শুরুর আগে সালমান খান দৃশ্যটা নিয়ে নিজের মনের কথা শোনে। ক্যামেরার সামনে তার উপস্থিতির মধ্যে একধরনের ম্যাজিক আছে। খুব একটা পরিশ্রম করতে হয় না, কারণ সে হাওয়ার মতো এসে উড়িয়ে নিয়ে যায়।”

অন্যদিকে আমির খান সম্পর্কে বললেন, “আমির গভীরে গিয়ে সবকিছু বিশ্লেষণ করে। তার এই খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের ফলেই প্রতিটি চরিত্র এত নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে।”

পরেশ নিজেও বহুবার এই দুই তারকার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন। তার মতে, “দুইজনের কাজের ধরন একেবারেই আলাদা, কিন্তু দুটো পথেই সফল হওয়া সম্ভব—এটা তারা প্রমাণ করেছেন।”

এর পাশাপাশি পরেশ রাওয়াল নিশ্চিত করেছেন, তিনি ‘হেরা ফেরি ৩’-তে ‘বাবুরাও’ চরিত্রে ফিরছেন। যদিও কিছুদিন আগেই ব্যক্তিগত ও সৃজনশীল মতভেদের কারণে ফিরে না আসার কথা বলেছিলেন তিনি।

সম্প্রতি এক পডকাস্টে পরেশ বলেন, “ছবিটা হতোই, শুধু একটু টিউনিং দরকার ছিল। প্রিয়দর্শন, অক্ষয়, সুনীল—আমরা বহু বছরের বন্ধু। নিজেদের একটু গুছিয়ে নিয়েছি।”

পরিচালক প্রিয়দর্শন জানালেন, “পরেশ আমাকে ফোন করে বলল, ‘স্যার, আমি সিনেমাটা করছি।’ আমি শুনে অবাক। সে বলল, ‘২৬টি ছবি একসঙ্গে করেছি। কিছু সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু আমি ক্ষমা চাইছি।’”

অবশেষে প্রিয় কমেডি চরিত্র বাবুরাও গণপতরাও আপটে-তে ফিরছেন পরেশ রাওয়াল, যা ‘হেরা ফেরি’ সিরিজের ভক্তদের জন্য এক আবেগঘন পুনর্মিলনের খবর।

মেয়ের জন্মের পর প্রথমবার প্রকাশ্যে দীপিকা, নিন্দুকদের 'বিষাক্ত' মন্তব্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মা হওয়ার পর বেশ কিছুটা আড়ালে ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। সদ্য কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে মাতৃত্ব নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। এরই মাঝে জানা গেছে, নতুন সিনেমার স্ক্রিপ্ট হাতে পেয়েছেন দীপিকা, আর পুরোনো ফিটনেসে ফেরার জন্য শুরু করেছেন কসরত।

রবিবার মুম্বাই বিমানবন্দরে দীপিকার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে তাকে দেখা যায় নীল রঙের ঢিলেঢালা শার্ট, চোখে কালো সানগ্লাস আর হাতে বড় টোট ব্যাগ হাতে। সঙ্গে ছিলেন তার মা উজ্জ্বলা পাড়ুকোন ও বোন অনিশা পাড়ুকোন।

তবে এই অনুপম উপস্থিতিও নিন্দুকদের রুখতে পারেনি। কেউ বললেন, ‘বাবার শার্ট পরে এসেছে নাকি?’, কেউ লিখলেন, ‘প্রেগন্যান্সির সময়ও এত মোটা লাগেনি!’ আবার কারো মন্তব্য, ‘একটুও সাজেনি বেচারি, মনে হয় মেয়েকে নিয়ে খুব ব্যস্ত।’

তবে দীপিকা এসব বিতর্ক উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছেন নিজের নতুন প্রজেক্ট নিয়ে। শিগগিরই তাকে দেখা যাবে অ্যাটলি পরিচালিত ‘AA22XA6’ ছবিতে, যেখানে তার সঙ্গে থাকছেন দক্ষিণী সুপারস্টার আল্লু অর্জুন। নির্মাতারা ইতোমধ্যেই দীপিকার উপস্থিতি নিশ্চিত করে একটি ইনট্রো ভিডিও প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি দীপিকা কাজ করছেন ‘কাল্কি’ ছবির দ্বিতীয় কিস্তিতেও।

সালমানের হাত ধরে বলিউডে, এরপর প্রেম— জবাব দিলেন এলি আব্রাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সালমান খানকে ঘিরে প্রেমের গুঞ্জন যেন বলিউডের চিরচেনা অধ্যায়। ক্যাটরিনা কাইফ থেকে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন— নাম ছিল অনেকেরই। তবে সেই তালিকায় এক সময় আলোচিত ছিলেন সুইডিশ-গ্রিক অভিনেত্রী এলি আব্রামও। সম্প্রতি ইউটিউবার আশিষ চঞ্চলানির সঙ্গে প্রেমের ঘোষণা দেওয়ায় তার পুরনো গুঞ্জন নিয়ে আবারও আলোচনা শুরু হয়েছে।

২০১৩ সালে 'বিগ বস সিজন ৭'-এ প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নেন এলি। শোটির হোস্ট ছিলেন সালমান খান। তখন থেকেই বলিপাড়ায় গুঞ্জন— সালমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থেকেই এলির বলিউডে প্রবেশ। পরবর্তীতে সালমানের বেশ কিছু ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে এলিকে দেখা গেলে গুজবে আরও জোর পায়।

তবে এবার সেই গুঞ্জনে নিজেই জবাব দিয়েছেন এলি আব্রাম। বলেন, “আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। ওসব রটনায় আমার হাসি পায়। আমি কোনোদিন এসব গুজবে প্রতিক্রিয়া দেইনি।”

আরও বলেন, “সালমানের মাধ্যমে কাজ পেয়েছি— এটা একটা জঘন্য মিথ্যে কথা। আমার একমাত্র গডফাদার আমার বাবা। আমার বাবা-মা ছাড়া আর কেউ আমাকে কোনো কাজ পাইয়ে দেয়নি।”

তবে সালমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভোলেননি এই অভিনেত্রী। জানালেন, “শোতে উনি আমার প্রচুর খেয়াল রেখেছেন। এমনও হয়েছে, আমি কোনো সিদ্ধান্তে আটকে গেছি, তখন তার কাছেই পরামর্শ চাইতে গেছি।”

গুঞ্জনের জবাব স্পষ্ট হলেও, সালমান ও এলিকে ঘিরে বলিউডের চর্চা যে এখানেই থেমে যাবে— তা বলা যাচ্ছে না।

ক্লাব বিশ্বকাপে কে কত প্রাইজমানি পেল?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ক্লাব বিশ্বকাপের পর্দা নামল সম্প্রতি। যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইংলিশ জায়ান্ট চেলসি। রানার্সআপ ফরাসি ক্লাব প্যারিস সেন্ট জার্মেইন (পিএসজি)।

ফিফা আগেই ঘোষণা দিয়েছিল নতুন ফরম্যাটে আয়োজিত ক্লাব বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে কাতার বিশ্বকাপজয়ী জাতীয় দল আর্জেন্টিনার চেয়েও বেশি অর্থ। বাস্তবেও ঠিক তাই হয়েছে। যেখানে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতে পেয়েছিল ৩১ মিলিয়ন পাউন্ড, সেখানে ক্লাব বিশ্বকাপ জিতে চেলসি পেয়েছে প্রায় তিন গুণ বেশি।

চেলসি অংশগ্রহণ ফি হিসেবে পেয়েছে ২১.৩ মিলিয়ন পাউন্ড, পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে আরও ৬২.৭ মিলিয়ন পাউন্ড। সব মিলিয়ে তাদের মোট আয় ৮৪ মিলিয়ন পাউন্ড, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকা।

চেলসির পাশাপাশি বড় অঙ্কের প্রাইজমানি পেয়েছে অন্যান্য সেরা দলগুলোও। রানার্সআপ পিএসজির মোট আয় ৭৮.৪ মিলিয়ন পাউন্ড (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১ হাজার ২৮৯ কোটি)। সেমিফাইনালে পৌঁছে রিয়াল মাদ্রিদ আয় করেছে ৬৬.৫ মিলিয়ন পাউন্ড, আর ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেন্স পেয়েছে ৫০.৪ মিলিয়ন পাউন্ড।

কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা ক্লাবগুলোর মধ্যে বায়ার্ন মিউনিখ পেয়েছে ৪২.৭, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ৩৮.৪, ম্যানচেস্টার সিটি ৩৭.৮ এবং পালমেইরাস ২৯.১ মিলিয়ন পাউন্ড।

টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া অন্যান্য ক্লাবগুলোর আয় ছিল এমন:
ইন্টার মিলান: ২৬.৩ মিলিয়ন পাউন্ড, আল হিলাল: ২৫ মিলিয়ন, বেনফিকা: ২৩ মিলিয়ন, ফ্লামেঙ্গো: ২০.৩ মিলিয়ন, বোটাফোগো ও জুভেন্টাস: ১৯.৬ মিলিয়ন, পোর্তো: ১৭.৬ মিলিয়ন, অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ: ১৭.৪ মিলিয়ন, মন্টেরে ও ইন্টার মায়ামি: ১৫.৫ মিলিয়ন, রিভার প্লেট: ১৩.৩ মিলিয়ন, বোকা জুনিয়র্স: ১২.৬ মিলিয়ন আরবি সালসবুর্গ: ১১.৬ মিলিয়ন পাউন্ড।

সবচেয়ে কম অর্থ পেয়েছে নিউজিল্যান্ডের ক্লাব অকল্যান্ড সিটি। কোনো ম্যাচ না জিতেও এবং একটি মাত্র গোল করেও তারা আয় করেছে ৩.৩ মিলিয়ন পাউন্ড।

বার্সার নজরে ১৭ বছরের রায়ান রবার্তো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ আমেরিকায় তরুণ ফুটবল প্রতিভা খুঁজে বের করার বার্সেলোনার পুরনো ঐতিহ্য যেন আবারও জেগে উঠেছে। এবার কাতালান ক্লাবটির রাডারে উঠে এসেছেন ব্রাজিলের ফ্লামেঙ্গো ক্লাবের ১৭ বছর বয়সী উদীয়মান উইঙ্গার রায়ান রবার্তো।

২০২৫ সালে ফ্লামেঙ্গোর অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হয়ে মাত্র ৩৩ ম্যাচে ২০ গোল ও ১৪টি অ্যাসিস্ট করে ফুটবল বিশ্বের নজর কাড়েন রায়ান। তার অসাধারণ পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হয়ে পড়েছে ইউরোপের একাধিক ক্লাব। এর মধ্যে বার্সেলোনা ও ডাচ জায়ান্ট আয়াক্স রবার্তোর প্রতি গভীর আগ্রহ দেখাচ্ছে।

ফ্লামেঙ্গোর সিনিয়র দলের দায়িত্বে থাকা সাবেক ব্রাজিলিয়ান তারকা ফিলিপে লুইস তরুণদের ওপর আস্থা রাখছেন শুরু থেকেই। সেই ধারাবাহিকতায় খুব শিগগিরই রায়ান রবার্তোকেও হয়তো দেখা যেতে পারে ফ্লামেঙ্গোর মূল দলে। ডান উইংয়ে খেললেও রবার্তো অনেকটা নেইমার ঘরানার খেলোয়াড়। দ্রুত গতিতে কাট ইন করে গোলের উদ্দেশে ছুটে চলেন, ড্রিবলিং, ফিনিশিং ও অ্যাসিস্ট—সব ক্ষেত্রেই তিনি কার্যকর। তার খেলার স্টাইল ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলোর সঙ্গে মানানসই।

শুধু ক্লাব ফুটবলেই নয়, জাতীয় দলের জার্সিতেও দেখা যেতে পারে এই ব্রাজিলিয়ান তরুণকে। আসন্ন অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলে ডাক পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তার। আর এই টুর্নামেন্টই হতে পারে ইউরোপিয়ান স্কাউটদের সামনে নিজেকে প্রমাণ করার বড় মঞ্চ।

অবশেষে এসি মিলানে লুকা মদ্রিচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইতালিয়ান ক্লাব এসি মিলানে যোগ দিলেন রিয়াল মাদ্রিদের কিংবদন্তি মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ। দীর্ঘদিনের গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে শেষমেশ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এসেছে সোমবার।

ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিও বার্তায় এসি মিলানের নতুন জার্সিতে দেখা যায় মদ্রিচকে। সেখানে তিনি বলেন, 'এখানে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। সামনে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। কথা বলার জন্য আমরা অনেক সময় পাব।'

এর আগে ক্লাব বিশ্বকাপের পরই মদ্রিচের রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার ঘোষণা আসে। টুর্নামেন্টের সেমি-ফাইনালে পিএসজির কাছে ৪-০ ব্যবধানে হারে রিয়াল। আর

সেখানেই শেষ হয় ইউরোপের অন্যতম সফল ক্লাবটিতে মদ্রিচের ১৩ বছরের গৌরবময় অধ্যায়।

রিয়ালের হয়ে এই সময়ে তিনি জিতেছেন ৬টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ৪টি লা লিগা, ৫টি ক্লাব বিশ্বকাপসহ মোট ২৮টি ট্রফি।

সম্প্রতি এসি মিলানের স্পোর্টিং ডিরেক্টর ইগলি তারে জানিয়েছিলেন, মদ্রিচ মৌখিকভাবে তাদের সঙ্গে চুক্তিতে রাজি হয়েছেন। সেই ঘোষণার পর থেকেই অপেক্ষা ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকতার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR